

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ১২, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১২ নভেম্বর ২০০৮/২৮ কার্তিক ১৪১৫

নং ৫৩ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৭-০৭-১৪১৫ বাং মোতাবেক ১১-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৫৩ নং অধ্যাদেশ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৮ সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৭নং অধ্যাদেশ) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আগু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—(১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৬৭৫৭)

মূল্য : টাকা ২.০০

২। ২০০৮ সনের ১৭নং অধ্যাদেশের ধারা ২ এর সংশোধন।—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৭নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (৫৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৫৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৫৮) ‘লাভজনক পদ’ অর্থ প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বা তদুর্ধ্ব শেয়ার রহিয়াছে এইরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে সার্বক্ষণিক বেতনভুক্ত পদ বা অবস্থান;”।

৩। ২০০৮ সনের ১৭নং অধ্যাদেশের ধারা ২১ এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“২১। নির্বাচন পরিচালনা।—(১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নির্বাচন কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে, যথা :—

- (ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্ণিং অফিসার, সহকারী রিটার্ণিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;
- (খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে হলফনামা দাখিল, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়নপত্র বাছাই;
- (গ) প্রার্থী কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;
- (ঘ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দ;
- (ঙ) প্রার্থীর এজেন্ট নিয়োগ;
- (চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;
- (ছ) ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;
- (জ) ভোট প্রদান পদ্ধতি;
- (ঝ) ভোট বাছাই ও গণনা, ফলাফল ঘোষণা এবং সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;
- (ঞ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবন্টন;

- (ট) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;
- (ঠ) প্রার্থীদের নির্বাচন ব্যয় এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- (ড) ভোট গ্রহণের দিন নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা;
- (ঢ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ ও উহার দণ্ড এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আচরণ বিধি ভঙ্গের দণ্ড;
- (ণ) নির্বাচনে বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি;
- (ত) অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ, নির্বাচন কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতিপয় ব্যক্তির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ, কতিপয় মামলার মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- (থ) গাড়ী হুকুম দখলের ক্ষমতা, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বদলী, কতিপয় ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখিবার ক্ষমতা এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা; এবং
- (দ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।
- (২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এর ক্ষেত্রে বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত বিধান করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ অনূন্য ছয় মাস এবং অনধিক সাত বৎসর এবং আচরণ বিধির কোন বিধান লংঘনের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ অনধিক ছয় মাস বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে।”।

৪। ২০০৮ সনের ১৭নং অধ্যাদেশের ধারা ২৩ এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

“(৪) কোন আদালত—

- (ক) পৌরসভার কোন মেয়র বা কাউন্সিলরের নির্বাচন মূলতবী রাখিতে;
- (খ) এই অধ্যাদেশের অধীন নির্বাচিত কোন পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরকে তাহার দায়িত্ব গ্রহণে বিরত রাখিতে;
- (গ) এই অধ্যাদেশের অধীন নির্বাচিত কোন পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরকে তাহার কার্যালয়ে প্রবেশ করা হইতে বিরত রাখিতে—

নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।”।

৫। ২০০৮ সনের ১৭নং অধ্যাদেশের ধারা ২৪ এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ২৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“২৪। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশন একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(২) পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফল গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং উক্তরূপে কোন মামলা দায়ের করা হইলে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল মামলা দায়ের হইবার তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের রায়ে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত ব্যক্তি রায় ঘোষণার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন আপিল দায়ের করা হইলে নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল দায়ের হইবার তারিখ হইতে একশত বিশ দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।”।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

তারিখ : ২৭-০৭-১৪১৫ বঙ্গাব্দ
১১-১১-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।